দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 23 OCT 19[illegible]
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

034

গ্রন্থাগারে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ

গ্রন্থাগার বা পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা যে আমরা বুঝি— একথা বলা যাবে না। কারণ প্রায় দশ কোটি মানুষের এ দেশে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত গ্রন্থাগারের সংখ্যা দশটিও হবে না। এটি শুধু লজ্জার বিষয় নয়; বরং একটি জাতির মনন চর্চার ক্ষেত্রে চরম দুর্ভিক্ষের পরিচায়কও। দেশে যে কয়টি পাবলিক লাইবেররী আছে— সেগুলোর কথা বাদ দিলেও দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর গ্রন্থাগার সম্পর্কেও বলতে হয়, কোনটিই যথা প্রয়োজনীয় বই-পত্রে সজ্জিত নয় এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত নয়। এতেই স্পষ্ট হয়ে উঠে মনন চর্চার বাড়তি সুযোগ-সুবিধা তো নেই-ই; বরং ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও এদেশে অবারিত নয়। বেসরকারী কলেজের তো কথাই নেই, সরকারী কলেজগুলোতেও গ্রন্থাগারের অবস্থা খুবই দীনহীন। দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত এক রিপোর্টে জানা যায়, ১২০টি সরকারী কলেজের গ্রন্থাগারের ২৪০টি গেজেটেড পদ শূন্য রয়েছে। এর অর্থ হলো, সরকারী কলেজের কোনো গ্রথনাগারেই গ্রন্থাগারিক নেই। এরপর গ্রন্থাগারগুলো কিভাবে সুষ্ঠু পরিচালনায় আসবে এবং ছাত্র-ছাত্রীরা গ্রন্থাগারের পুরো সুবিধা ব্যবহার করতে পারবে?

সরকারী কলেজেরই যেখানে এ অবস্থা, সেখানে বেসরকারী কলেজের কি দশা তা অনুমান করা যেতে পারে। রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, ২টি সরকারী মাদ্রাসা, ২১৬টি সরকারী মাধ্যমিক স্কুলসহ ১৪ হাজার ৩৬৫টি স্কুল ও মাদ্রাসায় কোন লাইব্রেরী নেই। গুটি কয়েক স্কুলে নামমাত্র গ্রন্থাগার থাকলেও প্রয়োজনীয় বই-পত্র নেই, পাঠকক্ষ নেই, নেই গ্রন্থাগারিকও। কারণ, এনাম কমিশন রিপোর্টে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাগুলোতে গ্রন্থাগারিকের কোনো পদ রাখা হয়নি। অবশ্য, উল্লেখিত কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ীই ১২০টি সরকারী কলেজে ২৪০টি গেজেটেড পদ সৃষ্টি করা হয়েছিল। কিন্তু, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে রিক্রুটমেন্ট রুল না দেয়ায় বর্তমানে ঐ পদসমূহে নিয়োগ বন্ধ রাখা হয়েছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রের বরাত দিয়ে খবরে উল্লেখ করা হয়েছে। যে কারণেই হোক, প্রয়োজনীয় বই-পত্র না থাকা এবং সেগুলো সংরক্ষণের জন্য, যথাযথভাবে গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় লোক না থাকা কোনোক্রমেই সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ, এতে করে, ছাত্র-ছাত্রীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এদেশের অধিকাংশ অভিভাবকেরই আর্থিক সঙ্গতি এমন নয় যে, ছেলেমেয়েদের বাড়তি বইতো দূরের কথা—, প্রয়োজনীয় বইগুলোরও সব কিনে দিতে পারেন। কাজেই, অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীকেই পাঠ্যবই ও সহায়ক বই-পত্রের জন্য গ্রন্থাগারের ওপরই নির্ভর করতে হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের এ প্রয়োজনীয়তাটুকু যদি সরকারী কলেজের গ্রন্থাগারগুলোও না মিটাতে পারে; তাহলে, কলেজ গ্রন্থাগার নিঃসন্দেহে তার তাৎপর্য হারায়।

এ প্রসঙ্গে আমরা একটি বিষয়ের প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আজ দেশের শিক্ষাঙ্গনে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে— তার একটি পরোক্ষ কারণ, ছাত্র-ছাত্রীদের সার্বক্ষণিকভাবে পড়াশোনায় ধরে রাখার ব্যাপারে কর্তপক্ষীয় ব্যর্থতা আর এ ব্যর্থতা বহুলাংশে কাটিয়ে উঠা যায়, কলেজ লাইব্রেরীগুলোকে উন্নত ও আকর্ষণীয় করে তুলে। কলেজ গ্রন্থাগার যদি ছাত্রদের আকর্ষণ করতে পারে এবং ধরে রাখতে পারে; তাহলে, দেখা যাবে, ছাত্ররা অনেক অঘটন থেকে, অনেক বিপর্যয় থেকে নিজদের রক্ষা করতে পারবে। আসলে শিক্ষাঙ্গনে পড়াশোনার যে পরিবেশ তা শুধুমাত্র শ্রেণীকক্ষে সীমিত হয়ে পড়া যে কি মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে পারে, তা ব্যাখ্যা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। অথচ, শ্রেণীকক্ষ ও গ্রন্থাগার— এ দু'টি মিলেই শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে উঠে। কাজেই, সরকারী কলেজগুলোর গ্রন্থাগার পূর্ণাঙ্গ করে তোলার পাশাপাশি বেসরকারী কলেজ ও স্কুলগুলোতেও গ্রন্থাগার গড়ে তোলার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে মনোযোগী হতে হবে।